Visit Our Website :
natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ ডিসেম্বর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১২ ডিসেম্বর, ২০২২, সোমবার, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯

রাস্তাঘাট সংস্কার ও নাগরিক পরিষেবার দাবিতে বর্ধমান শহরে পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ ও শহর-২ এরিয়া কমিটি উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার করো, ফেরাও নাগরিক পরিষেবা, রক্ষা করো বর্ধমান শহর—এই সমস্ত দাবিতে শহরের প্রান্ত এলাকায় পদযাত্রা হলো দুদিন। ১০ ডিসেম্বর বর্ধমান শহর-১-এর ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বুথ পরিক্রমা করে এই নিবিড় পদযাত্রা। লালঝাণ্ডা, বিভিন্ন দাবি সহ স্লোগানের প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পার্টি কর্মী, সমর্থক, দরদীরা পদযাত্রায় হেঁটেছেন। উপস্থিত ছিলেন পার্টি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, পার্টি জেলা কমিটির সদস্য তরুণ রায়। পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। এই সংক্ষিপ্ত সভা পরিচালনা করেন এরিয়া কমিটির সদস্য অতনু হুই। সভায় বক্তব্য রাখেন অপূর্ব চ্যাটার্জী।

১১ ডিসেম্বর বর্ধমান শহর ১ এরিয়া কমিটির এই পদযাত্রার অংশ হিসেবে সিআইটিইউ, বস্তি সংগঠন, ডি.ওয়াই.এফ.আই, এস.এফ.আই, কৃষকসভার উদ্যোগে বর্ধমান শহর-১ এরিয়ার লাকুড্ডি জলকল থেকে বিরিটিকুড়ি এলাকায় পদযাত্রা হয়।

১১ ডিসেম্বর সিপিআই(এম), বর্ধমান শহর-২ এরিয়ার ১৫, ১৬ ওয়ার্ড ও ১৮ নম্বর ছুঁয়ে পদযাত্রা সংগঠিত হয়। সম্পাদক সহ এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী, এরিয়া সম্পাদক তরুণ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সম্প্রীতি দিবস জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর : ধর্মীয় হিংসা ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সম্প্রীতি রক্ষার শপথের দিনটি পালিত হয় সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর ২নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় রাধানগর পাড়া শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে। আজকের এই সম্প্রীতির সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবাশীষ সেন। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সব্যসাচী রায়চৌধুরী ও পূজন সেনগুপ্ত। মূল বক্তা হিসাবে আজকের এই দিনে ভারতীয় রাষ্ট্রের সংবিধানে ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর যে বর্বর আক্রমণ আর এস এস তথা বিজেপির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী। সভায় বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ব, জেলা ও এরিয়া কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া এদিন সিআইটিইউ, বস্তি সংগঠন, ডিওয়াইএফআই, এস.এফ.আই, কৃষকসভার উদ্যোগে বর্ধমান শহর-১ এরিয়ার অন্তর্গত বাজেপ্রতাপ পুর, মালির বাগান ও ডাঙ্গাপাড়া পঞ্চায়েতে এক সুসজ্জিত, সুবিশাল পদযাত্রা সংগঠিত হয়। পদযাত্রা শুরু হয় শোলাপুকুর মসজিদতলা থেকে শেষ হয় শোলাপুকুর এলাকায়। শোলাপুকুর থেকে বের হয়ে বিভিন্ন মোড়ে এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা ফুল ছড়িয়ে, চন্দনের টিপ পরিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে পদযাত্রাকে সংবর্ধিত করে। এই মিছিলে প্রত্যেকের হাতে ছিল ফ্ল্যাগ, বিভিন্ন দাবি সহ প্ল্যাকার্ড। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য গণসংগঠনের নেতৃত্ব আভাস রায়চৌধরী, নজরুল ইসলাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার গণআন্দোলনের

—এরপর চারের পাতায়

সাহসের সাথে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়াতে হবে যুবকর্মীদের : মীনাক্ষী মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১০ ডিসেম্বর : পঞ্চায়েতকে রক্ষা, নিজের ভোট এবং অর্জিত অধিকারকে রক্ষার জন্য সাহসের সাথে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন ডি.ওয়াই.এফ.আই রাজ্য সম্পাদিকা ›#yQ# ›%#Ð þ)Ä#û লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। সমাবেশ পরিচালনা করেন করেন প্রবীর দেবনাথ। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার, অমিত মণ্ডল, রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে প্রবীর দেবনাথ ও সেলিম সেখ।

মীনাক্ষী বলেন, বিনা যুদ্ধে শাসক তৃণমূলের লুটেরাদের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেবেন না। গ্রামের সবাইকে নিয়ে জোট বাঁধুন। মেহনতি মানুষের টাকায় তৃণমূলের লুটেরারা যে পরিবেশ তৈরি করেছে তা পাল্টাতে হবে। আর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নপাড়া মোড়ে। দুটি সমাবেশেই ব্যাপক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

পরীক্ষা চলাকালীনই বায়োমেট্রি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ডিসেম্বর : নির্ধারিত সময়ে টেট পরীক্ষার্থীদের বায়োমেট্রি না হওয়ায় পরীক্ষা চলাকালীনই করা হলো বায়োমেট্রি। ঘটনাটি ঘটেছে আজ কালনা কলেজে। এখানে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশের সময় ছিল নটা থেকে ১১টা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রি শেষ করে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করার কথা। কিন্তু পরিকাঠামগত ত্রুটির জন্য সব পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রি করা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষা দেওয়ার সময় হয়ে গেলে বায়োমেট্রি না করেই পরীক্ষার্থীদের হলে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই পরীক্ষার্থীদের বায়োমেট্রি দিতে হয়। তাতে সময় নষ্ট হয় বলে পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ স্বীকার করে নেন। তারা বলেন, ১২০০ পরীক্ষার্থীর জন্য মাত্র দুজন টেকনিশিয়ান পাঠানো হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রি করা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে পরীক্ষা চলাকালীনই পরীক্ষার্থীদের বায়োমেট্রি করা হয়।

বিশ্বকাপ নিয়ে সৌহার্দ্যের ফুটবল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর : ফুটবল বিশ্বকাপ কে সামনে রেখে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে সম্প্রীতির মিছিল ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠে এস.এফ.আই বনাম ডি.ওয়াই.এফ.আই ক্রস জেন্ডার ফুটবল ম্যাচ খেলা হল। এদিন পার্কাস রোডের সংগঠনের জেলা দপ্তরের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে কার্জন গেট হয়ে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠ অবধি মিছিল হয়। নানান দেশের সমর্থকরা তাদের প্রিয় দেশের ভালোবাসার ঝাণ্ডা নিয়ে জার্সি পরে এই মিছিলে ও খেলায় অংশ নিয়েছিল। এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে একদিকে ব্রাজিল পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, আফ্রিকার দেশগুলির লড়াই অন্যদিকে সবার একসাথে এক মিছিলে পা মেলানোর মাধ্যমে তারা বিশ্বের কাছে সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন। ক্রস জেন্ডার ফুটবল ম্যাচের মাধ্যমে তারা নারী পুরুষের সমানাধিকার, খেলাধূলা থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে সকলের সমান অধিকারের বার্তা দিচ্ছেন। এদিন মিছিলে বিভিন্ন দেশের পতাকার পাশাপাশি ছিল পেলে ম্যারাডোনা থেকে শুরু করে মুলার-সক্রেটিস এর ছবি আবার তার সাথেই মিছিলে অংশ গ্রহণকারীদের হাতে ছিল ইরানের প্রতিবাদী নারী মাসা আমানীর ছবি এবং প্রতিবাদী সাংবাদিক মিস কিকের ছবি। মিছিল শেষে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর কর্মীদের মধ্যে যে প্রীতি ম্যাচ হয় সেই ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য ভাবে, খেলা শেষে ম্যাচে অংশ গ্রহণ করে দুই দল এস.এফ.আই একাদশ ও ডি.ওয়াই.এফ.আই একাদশ-এর দুই অধিনায়ক পার্থ দাস ও চন্দন ভট্টাচার্যের হতে ম্যাচের ট্রফি তুলি দেন এদিন খেলার রেফারি অজয় ভট্টাচার্য।

চুপি পাখিরালয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, তবে আশঙ্কা বন্ধ হওয়ারও

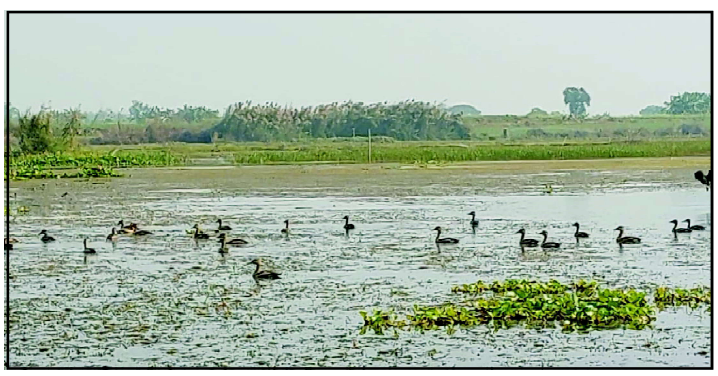

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ডিসেম্বর : পূর্বস্থলীর চুপি পাখিরালয়ের পরিযায়ী পাখি ও স্থানীয় ইতিহাস ছুঁয়ে দেখতে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। পাশাপাশি ছাড়ি গঙ্গার দুই মুখ চর পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে জন্ম নিয়েছে চুপি পাখিরালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। তাই চুপি পাখিরালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন এবং পর্যটকদের থেকে দাবি উঠেছে এ ব্যাপারে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার। শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিদের ভিড় বাড়তে শুরু করে এই পাখিরালয়ে। পাখি প্রেমিকদেরও আনাগোনাও শুরু হয়ে যায়। পূর্বস্থলীর মূল আকর্ষণ চুপি

পাখিরালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার কালো মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। ছাড়ি গঙ্গার দুই মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাখিরালয় একটা বন্ধ জলাশয়ের আকার নিতে শুরু করেছে। ফলে বিপুলভাবে কচুরিপানা জন্মাতে আরম্ভ করেছে। যা পরিযায়ী পাখিদের আগমনের সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পাখিরালকেই কেন্দ্র করে ৮০ খানা ডিঙি নৌকার মাঝি মাল্লার কর্মসংস্থান হয়েছে। গড়ে উঠেছে হোটেল রেস্তোরাঁ আরও অনেক কিছু। তাদেরও সামনে কাজ হারানোর ভ্রুকুটি। স্থানীয় পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পঙ্কজ গাঙ্গুলির বক্তব্য, যথাশীঘ্র চুপি পাখিরালয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ছাড়ি গঙ্গায় ড্রেজিং করা ও কচুরিপানা পরিষ্কার করা জরুরি। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের স্থানীয় বিধায়ক একেবারেই উদাসীন। তাই দীর্ঘদিনের চুপি পাখিরালয় একেবারে ধ্বংসের দোরগোড়ায়।

জননেতা
‘রামনারায়ণ গোস্বামী’-কে নিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যদি কেউ কোনোভাবে পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করতে চান তাহলে যোগাযোগ :
কাজি আব্দুল করিম
মোবাইল : ৯৪৭৪১৭২৬১৬
অথবা
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে যে-কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা হতে ১.৩০ ও বিকাল ৪.৩০ থেকে ৭টা পর্যন্ত

নতুন চিঠি

১২ ডিসেম্বর, ২০২২

নির্বাচনী ফল ও তার তাৎপর্য

সদ্যসমাপ্ত নির্বাচন ও তার ফলাফল নিয়ে মিডিয়ার একপেশে প্রচার মানুষকে যাই বোঝাক রাজনীতি-সচেতন মানুষ তলিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। দিল্লির পুরসভার নির্বাচন, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ-এর উপনির্বাচন এবং গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরিয়েছে। দিল্লিতে ক্ষমতা দখল করেছে 'আপ', হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস, গুজরাটে বিজেপি। উপনির্বাচনে সবকটিতে মায় যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশেও বিজেপি বিপুল ভোটে হেরেছে। প্রধানমন্ত্রীকে নানা প্রকল্প ঘোষণার সময় দিয়ে হিমাচল প্রদেশের বহু পরে গুজরাটে নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে। হিন্দুত্বের যতরকম তাস আছে তা খেলে এই রাজ্যে অবশ্য বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অন্যত্র—একে একে নিভিছে দেউটি। বস্তুত, সদ্য জয়লাভ করা গুজরাট আর ছোট রাজ্য ত্রিপুরা, গোয়া বাদ দিলে বড় চারটি মাত্র রাজ্যে—উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র—ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। বিজেপির জেতা বিধানসভা আসনের মধ্যে ৭০ শতাংশ পাঁচটি রাজ্যে। এর মধ্যে আবার কর্ণাটকে ১৭ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। টাকা এবং ক্ষমতার জোরে মহারাষ্ট্রেও একনাথ শিন্ডেকে শিখণ্ডী করে চোরাপথে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। অর্থাৎ রাম মন্দির করে, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করে, এন.আর.সি-র জুজু দেখিয়ে মোদীর ঈশ্বরোপম মূর্তি তুলে ধরেও স্বস্তিতে নেই বিজেপি। কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে হয়েছে, কোটি কোটি কালো টাকার বান্ডিল উদ্ধার প্রমাণ করেছে ডিমনিটাইজেশন ছিল মহা ভাঁওতা। চাকরি নেই, মনকি বাত আছে। আয় নেই, হিন্দুত্বের ফোড়ন আছে। তাই মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে। হিমাচলের হার সংখ্যালঘুদের শয়তানি বলে চালানো যাবে না, কারণ হিন্দুপ্রধান ওই রাজ্যে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ। গুজরাটে বা গোয়ায় বিজেপির রক্ষক হয়ে কংগ্রেসের ভোট কেটেছে যথাক্রমে আম আদমি পার্টি আর টি.এম.সি, যারা উগ্রহিন্দুত্ববাদী না হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাস করে না। বরং যখন যেমন সুবিধা ছোট বড় ধর্মের তাস খেলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়।

এই যে বিজেপি সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ অতি শুভ লক্ষণ। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠীর মদতপুষ্ট আদ্যন্ত ফ্যাসিবাদী বিজেপিকে বিশ্বাস নেই। ২০২৪ সালের ভোটে জিততে আবার কোনো সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কাহিনি হাজির করে এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তা যাতে না হয় তাই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এক মঞ্চে আনার কাজ অবিলম্বে শুরু করে দিতে হবে। ভোটমুখী জোট রণকৌশল হতে পারে, কিন্তু মানুষ তাদেরই ভোট দেয় যাদের সহাবস্থান তারা 'সুবিধাবাদী তাই ক্ষণভঙ্গুর' মনে করে না। বিজেপি-বিরোধী জোট হোক নীতিভিত্তিক এবং দৃঢ়, বিজেপি অপরাজেয় নয়।

অসিত রায়ের স্মরণসভায় পার্টি তহবিলে ১ লক্ষ টাকা দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১১ ডিসেম্বর : মেমারি ১ পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দেবীপুর হাটতলায় প্রয়াত অসিত রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত অসিত রায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে স্ত্রী সাধনা রায়, পুত্র দীপাঞ্জন রায়, বউমা পৌলমী রায় প্রমুখ মাল্যদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন তপন রায়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সঞ্জয় গুঁই। স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন অভিজিত কোঙার।

প্রয়াত অসিত রায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে পার্টি তহবিলে মোট ১ লক্ষ টাকা চেক স্ত্রী সাধনা রায় পার্টি নেতা সুকান্ত কোঙারের হাতে তুলে দেন। এই ১ লক্ষ টাকা চেকটি ২৫ হাজার টাকা করে ৪টি ভাগে যথা জ্যোতি বসু ফাউন্ডেশনে ২৫ হাজার, গণশক্তি পত্রিকায় ২৫ হাজার, সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটিকে ২৫ হাজার ও মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটিকে ২৫ হাজার দেওয়া হয়। অসিত রায়ের স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত কোঙার বলেন আমাদের পার্টির ক্ষেত্রে ৬০-এর দশক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময় পার্টি সারা রাজ্য জুড়ে বিকশিত হয়েছে কারণ রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের অধিকারের কথা ভেবে সেই সময় আন্দোলন করে মানুষকে প্রভাবিত করেছিল।

সামাজিক ও সংহতি অর্থনীতি : ভারতবর্ষ

শান্তনু কুমার ঘোষ

ত্রয়োবিংশ পর্ব

সভ্যতা সততই সঞ্চরণশীল। স্বভাবতই, কালের প্রবাহে ভারতীয় সমবায় আন্দোলন নতুন নতুন পরিমার্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে এমনটাই আশা করা যায়। বিগত প্রায় সোয়া একশত বৎসরের এই প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, যথা—পরাধীন এবং স্ব-শাসিত ভারতবর্ষ। নানান ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রসারের লক্ষ্যে আইনগত পরিকাঠামো নির্মাণ যদি প্রথম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হয়, তবে স্বাধীনোত্তর ভারতের সমবায় ভাবনা সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। গান্ধীজির সমবায় সংক্রান্ত ভাবনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভূমি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজ হাতে Phoenix Settlement এবং Tolostoy Farm প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা এদেশের সমবায় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে গান্ধীজির অনুপস্থিতি সত্বেও, জহরলাল নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের ভাবনা তাঁর নেতৃত্বে ভারত সরকারের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি প্রধান স্তম্ভের সঙ্গে তৃতীয় স্তম্ভ হিসাবে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ দেখা যায়। ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের নিম্নলিখিত অংশটি থেকে সমবায় সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথা জানা যায়— "I am convinced that the only key to the solutions of the world's problem and of India's problems lies in socialism, and when I use this word I do so not in a vague humanitarian way but in the scientific, economic sense. Socialism is, however, something even more than an economic doctrine; it is a philosophy of life and as such also appeals to me. I see no way of ending the poverty–the vast unemployment, the degradation and the subjection of the Indian people except through socialism. That involves vast and revolutionary changes in our political and social structure–the ending of vested interests in land and industry, the ending of private property, except in a restricted sense, and the replacement of the present profit system by a higher ideal of cooperative service. It means ultimately a change in our instincts and habits and desires. In short, it means a new civilization, radically different from the present capitalist order."[১]

সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ১৯৩৮ সালে জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বোস The National Planning Committee গঠন করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতির কাছে সেই কমিটির তৈরি চূড়ান্ত রিপোর্ট জহরলাল নেহেরু জমা দেন। সেই রিপোর্টকে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। ভারতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের শর্ত হিসাবে তিনি গণ চেতনার উন্মেষের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, "... the superstructure will inevitably come later. But even if the foundation is laid in men's minds a great national task will have been done....Ultimately it is not the committee that will decide the future of India or of its political or economic organization but the people of India who will take the final decision. It is for them, therefore, to pay attention to what this Committee is doing. Perhaps one of the most important and desirable consequences of our work is to make people think of planned work and cooperative society."[২]

স্পষ্টতই, নেহেরু কৃষি[৩] এবং শিল্প, বিশেষত ছোটো শিল্পের[৪] ক্ষেত্রে সমবায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের মত জনবহুল দেশে বেকারী ও দারিদ্র দূর করতে হলে সমবায় ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা যে একান্ত জরুরি সেকথা ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের ভাবনায় ছিল, উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে তা স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে Third Indian Cooperative Congress-এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি সমবায় সংগঠিত করার প্রশ্নে তৎকালীন সরকারের ভূমিকা তথা সাহায্য ও হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন।[৫] পরিবর্তে, গণ চেতনা বৃদ্ধি করা ও মানুষের উদ্যোগের উপরই সমবায় আন্দোলনকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি তাঁর বক্তৃতায় গুরুত্ব পায়। তাঁর ভাবনার সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের অসফলতার কারণ সম্পর্কে করা Sir Edward Maclagan কমিটির (১৯১৫) মন্তব্যগুলির[৬] এবং সাফল্যের শর্তাবলীর প্রশ্নে বহুলাংশে মিল আছে।

একথা নিশ্চিতভাবে সত্য যে, নেহেরুর সমবায় ভাবনার রূপায়ণ অনেকাংশেই সম্ভব হয়নি। কিন্তু, ভারতীয় অর্থনীতির নানান ক্ষেত্রে অসংখ্য সমবায় দীর্ঘকাল যাবৎ যে সাফল্যের সঙ্গে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত রয়েছে সেকথাও অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমান ভারত সরকারও সম্ভবত সমবায় আন্দোলনকে অবলম্বন করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী। বিগত ১০ অক্টোবর 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ভারত সরকারের তরফ থেকে প্রতিটি রাজ্য সরকারের মতামতের জন্য একটি খসড়া আইন পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত এই খসড়া আইনের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি কৃষককে অন্তত একটি সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। পত্রিকাটির বর্ণনা অনুসারে, এই প্রস্তাবিত সমবায় একই সঙ্গে যেমন কৃষি ঋণ প্রদান করবে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ, পণ্য গুদামজাত করণের জন্য সমবায় হিমঘর স্থাপন এবং পণ্য বিপণন সংক্রান্ত কাজ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকদের অভ্যস্ত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান সহ অন্যান্য নানান ধরনের কাজের ব্যবস্থার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকাই মুখ্য; কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির সামনে একটি মডেল আইন প্রস্তাব আকারে হাজির করেছে। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, এই প্রস্তাব প্রস্তুত করার সময় আমাদের আলোচ্য আধুনিক সামাজিক উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যগুলি তথা দেশের সফল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বিবেচনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, আমুলের উদাহরণ সমগ্র বিশ্বে ব্যবসায়ের নতুন মডেল হিসাবে উচ্চ প্রশংসিত। ব্যবসায়ের এই নতুন মডেল, যার মূল কথা হল উদ্দেশ্যের মিশ্রণ এবং তার যথার্থ রূপায়ণ, বর্তমানে স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে ও কার্যকরী শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। কেননা সামাজিক উদ্দেশ্য এবং মূলধন বিনিয়োগের শর্ত একাধারে পূরণ ব্যতিরেকে, অথবা কেবলমাত্র কোনো একটি উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন অসম্ভব। ভারতবর্ষের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে এই মডেল কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম, এবং বিশেষত, সামাজিক ও সংহতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ভূমিকা কতটা সহায়ক, সে সম্পর্কে বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ একান্ত জরুরি। আলোচনার পরবর্তী পর্বে সে সম্পর্কে প্রয়াস করার ইচ্ছা রইলো।

1 Gopal, Selected Works of Jawaharlal Nehru, series One, volume 7 (Orient Longman, New Delhi, 1972, p 180. https://indianculture.gov.in/ebooks/selected-works-jawaharlal-nehru-vol-vii

2 S Gopal (edited) Selected Works of Jawaharlal Nehru, Series One, Volume 11, p.300-1, Statement to Press, Bombay, 15,May, 1940,and https://indianculture.gov.in/report-national-planning-committee-1938,

3 Dantwala, M L (1964), Economic Ideology of Jawaharlal Nehru, The Economic Weekly, Special Number, July, p. 1209-12.

4 Rao Venkata, V (1987), Socialist Thought of Jawaharlal Nehru, The Indian Journal Political Science, Vol. 48, No 2, April-July, p.195-211. https://www.jstor.org/stable/41855299

5 Dantewala, M L.

6 https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/cooperative-movement-in-india

7 https://www.hindustantimes.com/india-news/centre-may-widen-roles-of-cooperatives-to-boost-jobs-101657739032677.html

গঙ্গাপার গ্রামগুলিতে ১১ বছর পর লালঝাণ্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ১১ বছর পর কালনার গঙ্গাপারের গ্রামগুলিতে উড়লো লালঝাণ্ডা। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই গ্রামগুলিতে লালঝাণ্ডার প্রবেশ অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তাই লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল বা সভা করার অধিকার মানুষের ছিল না। কিন্তু লালঝান্ডা ওড়ানোর অপেক্ষায় ছিলেন মানুষ। ৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক দিনে নতুন চর, কলডাঙ্গা, কালিনগর এবং উদয়গঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের মানুষের করে দেখাল। কালনা-১ ব্লকের বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে 'গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও, বাংলা বাঁচাও' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এই গ্রামগুলিতে পদযাত্রা হয়। গণ আন্দোলনের নেতারা নৌকা যোগে নতুনচর গ্রামে গিয়ে পদযাত্রার সূচনা করেন। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ। পদযাত্রায় পা মেলান সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল শিকদার, আলিম শেখ, হালিম শেখ প্রমুখ।

তিনি জনযুদ্ধের নেতা তিনি বিশ্বনেতা

অতনু হুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোনো সাধারণ যুদ্ধ ছিল না। এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অসম্ভাবিত প্রতিক্রিয়া। এটি ছিল না, দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো যুদ্ধ। এটি ছিলো ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতা, মুক্তিকামী, গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। অস্ত্রবলের উপর এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভরশীল ছিল না। নির্ভর করছিল—পৃথিবীর মানুষ কোন পক্ষে যোগ দেবে তার উপর। কারণ, যুদ্ধে অজেয় বাহিনী বলে কোনো বাহিনী কখনো তৈরি হয়নি। আর হবেও না কখনো। লেনিনের শিক্ষা—'যুদ্ধের ফলাফল সেই দিকে থাকে যে পক্ষে মানুষ থাকে'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-ত্রাস হিটলারের বিরুদ্ধে জুগাসভিলি স্তালিনের সাহসী প্রশংসনীয় নেতৃত্ব, দুনিয়ার মেহনতি-গণতান্ত্রিক জনগণকে রক্ষা পাবার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। তাই স্তালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন— বিশ্বের মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। 'জনযুদ্ধ'র মহান নায়ক।

লেনিন একদা বলেছিলেন, ''সাধারণভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে প্রতিরোধ সংগ্রামের ক্ষেত্রে, মেরুদণ্ডহীনতা ও যুদ্ধের আতঙ্ক থেকেই জন্ম নেয় সংশোধনবাদ ও সংস্কার, এবং সেটা অনিবার্যভাবে পরিচালিত হয় পুঁজিবাদী বিকাশের দিকে।'' কাজেই পণ্য অর্থনীতি, তার হাত ধরে বাজার অর্থনীতি, তার প্রতিরোধে সমাজতান্ত্রিক বিকল্প অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক কেল্লায় ধ্বস্ নামতে পারে, আগাম তা বুঝতে পেরেছিলেন স্তালিন। তাই একদিকে দেশ, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি, তার মতাদর্শ, সর্বোপরি বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বের লাগাম নিজ হাতে রেখে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবলীলায় এক অসম্ভব যোগ্যতায়।

'ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা'—আলোচনায় প্লেখানভ বলেছিলেন, ''ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে সেটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। তিনি যত বড় মহান ব্যক্তি হন না কেন, তাঁর আমলের অফুরন্ত সামাজিক চাহিদা সম্পাদনে সব থেকে পারদর্শী হিসাবে গড়ে ওঠার উপরই তা নির্ভর করে।''

মহান অক্টোবর বিপ্লবের বৈজয়ন্তী তুলে লেনিন যে অদেখা পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সর্ব চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে স্তালিন সেই পথেই বিশ্বের সর্বহারা মেহনতি মানুষের অধিকারগুলি ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের বিপদ কাটিয়ে রক্ষা করেছিলেন।

স্তালিন ও লালফৌজ সম্পর্কে একদা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা চার্চিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতা চেম্বারলেনকে এক চিঠিতে বলেছিলেন—

''হিটলারকে বিশ্বাস করা মানে বিছানার তলায় সাপ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা।'' —এর থেকে সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি শ্রেয়। কারণ—

''ওখানকার লালফৌজ বেতনভোগী, পেশাদার নয়। ওরা যুদ্ধে লড়ছে এক বুক দেশপ্রেম, মানবপ্রেম আর স্বাধীনতা রক্ষার শপথে।'' কাজেই স্তালিন যদি মিত্রশক্তির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে, অক্ষশক্তিকে ধরাশায়ী না করতে সামিল হতেন, পৃথিবীর ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতো।

স্তালিনের বিশ্বস্ত কমান্ডার, মার্শাল জুকভ (যিনি দ্বায়িত্ব পাওয়া সব যুদ্ধেই সোভিয়েতের পক্ষে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন) স্মৃতিচারণায় লেখেছেন—স্তালিন যোভাবে 'রুশ- জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি'র টেবিলে হিটলারকে টেনে নিয়ে এসে সোভিয়েত দেশে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সময়কালকে পিছিয়ে দিয়ে দম ও কোমর বাঁধার সময় করে নিতে পেরেছিলেন, সেটি ছিলো তাঁর সুদূরপ্রসারী নিখুঁত রাজনৈতিক পরিকল্পনায় এক মাস্টারস্ট্রোক। এর পরেও যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেন বা এই চুক্তি ভুল বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা সমাজতন্ত্র নির্মাণে মানবতার গুরুত্ব এখনো বুঝে ওঠেননি। এসব কথা স্তালিনের মৃত্যুর পর মূলতঃ ক্রুশ্চেভ যেভাবে সোভিয়েত দেশে নিঃস্তালিনীকরণের কাজ করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই মার্শাল জুকভ বলেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীব্যপী মহামন্দার কারণে গভীর সংকট ঘনিয়ে এসেছিলো। ইউরোপীয় শক্তি ঝড়ের রাতে উটপাখির বালিতে মুখ লুকিয়ে রাখার মতো জার্মানিকে নির্লজ্জ তোষণ করে রক্ষা পেতে চেয়েছিলো। আর তার সুযোগে বিশ্বকে নিজ পায়ে ফুটবলের মতো নাচাতে নাচাতে হিটলার—ভার্সাই থেকে লোকার্নো চুক্তির সব শর্ত ভাঙায় মত্ত থেকেছিল। চরম প্রতিশোধস্পৃহায় যুদ্ধের বিষবাষ্পে পৃথিবীকে নিমজ্জিত রেখে, 'মাখনের বদলে বন্দুক বানাও' স্বপ্নে জাতিকে বিভোর করে রেখেছিলেন। আর সাধারণের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন—'ব্রেড, বাটার অ্যান্ড হুইপ'। অর্থাৎ জাতিকে উগ্র জাত্যভিমানে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে, সাধারণকে আস্তাবলের ঘোড়ার মতো সামান্য দানাপানি দিয়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আর বেগরবাঁই করলে ঘোড়ার পিঠে যেমন চাবুক পড়ে ঠিক তেমনি প্রস্তুত থাকার নিদান দিয়েছিলেন।

এ কথা সত্য, তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ফ্যাসিবাদ তথা হিটলারের বিপদ বুঝতে সময় লেগেছিল। বিশ্বমন্দা, অতএব, পুঁজিবাদ দুর্বল, কাজেই সহজে তার গর্ভে জন্ম নেওয়া ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করবে একাই কমিউনিস্টরা। এই অতি সরলীকরণ ধারণা ও আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে কালক্ষেপের ফলে হিটলার বিশ্ব মানবতার গলায় ফাঁস অনেকখানি চেপে ধরার সময় পেয়ে যান। সম্বিত ফেরে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে—জর্জি ড্রিমিট্রভের হুঁশিয়ারির মাধ্যমে।

যদিও স্তালিন এই বিপদ অনেক আগেই বুঝেছিলেন। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান—''পাইথনের থেকে ভয়ংকর মানুষটির হাত থেকে রক্ষা পেতে, বিশ্বজনতাকে শান্তির গ্যারান্টি দিতে, আসুন 'কালেকটিভ সিকিউরিটি' র ব্যবস্থা করি।'' তখন বিশ্বের বড় বড় নেতাদের হাবভাব ছিল—'চুপ রহো, নেহি তো ভাগো'। ফ্রান্স বলে—'পরের ব্যাপারে নাক গলানো আমাদের স্বভাব নয়'। ব্রিটেন জানায়, বিগত যুদ্ধের লোকসান এখনো উসুল করতে পারিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে—'সামরিক বিভাগের কর্তামশাইরা রাজি হচ্ছেন না'। সব দেখে শুনে উদ্বিগ্ন স্তালিনের কথা—'খেয়াল রাখবেন, ঘরের আগুনেই ঘর পোড়ে। সোভিয়েত আক্রান্ত হলে কেউই ছাড় পাবে না'। স্তালিনের এই ভবিষ্যৎবাণী পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই।

'জর্জিয় ঈগল' স্তালিন দমে যাবেন এমন চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। হাতের বহু তাস বিশ্ব নেতাদের না দেখিয়ে এরপর স্তালিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশে আগামী ১০ বছরে মধ্যে আগামী ৫০ বছরের কাজ শেষ করার অসম্ভব এক পরিকল্পনায় হাত দিলেন। বিজ্ঞান, সামরিক প্রযুক্তি ও শিল্পে সোভিয়েতে দেশ অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য উল্লম্ফন ঘটালো। শিল্পন্নোত দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠলো। পৃথিবী চেয়ে দেখলো একটি পশ্চাৎপদ দেশ সমাজতন্ত্রের আদর্শে বলিয়ান হয়ে কী অসাধ্যসাধন করতে পারে! সোভিয়েতের শিল্প ও সামরিক অগ্রগতির কারণেই ভয় পেয়ে আলোচনার টেবিলে দ্রুত বসতে হিটলার বাধ্য হলেন। আসলে চুক্তি করা আর চুক্তি ভাঙার খেলায় মশগুল হিটলার, স্তালিনকে বুঝে উঠতে পারেননি। মাপতে পারেননি সমাজতান্ত্রিক মানুষের শক্তি ও মনোবলকে। স্তালিন এভাবেই সোভিয়েতকে অগ্রাহ্য করার পরিণতি কী হতে পারে বিশ্বনেতাদের তা বুঝিয়ে দিলেন। নিশ্চিত করলেন—সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে বাদ দিয়ে বিশ্ব রাজনীতির সব সমাধানই অধরা থেকে যাবে। তাই তিনি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রনেতা নন, তিনি হয়ে উঠেছেনেন বিশ্বের মেহনতী, মুক্তিকামী মানুষের 'জনযুদ্ধের নায়ক'।

১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সোভিয়েত-জার্মানির মধ্যে তিনটি চুক্তি হয়। (১) অনাক্রমণ চুক্তি। (২) সীমান্ত ও মৈত্রী চুক্তি। (৩) বাণিজ্যিক চুক্তি। জার্মানির পক্ষে—রিবেনট্রপ এবং সোভিয়েতের পক্ষে—মলোটভ এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষর করেন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হিটলারকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো লেলিয়ে দিয়ে দুই শক্তির বিপদ থেকে বাঁচতে চেয়েছিলো যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ, স্তালিনের এক চালে তাদের সব অভিসন্ধির জাল ছিন্ন হয়ে গেলো। ফলে প্রমাদ গুনলেন তাঁরা। স্তালিন যখন হিটলারের কাকুতিমিনতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হলেন, এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে জানা যায়—সেই খবরে হিটলার আনন্দে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটি উপরে তুলে দেওয়ালে ঠুকতে থাকেন। আপন মনে বিরবির করে কিছু বলার পর চিৎকার করে বলে ওঠেন—''Now I have the world in my Pocket.''।

হিটলারের ধারণা ছিলো জার্মানি তো হারতে জানে না। তাই সে অনায়াসে সোভিয়েত জয় করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটা ছিল দেশ দখল অপেক্ষা মতাদর্শের। যুদ্ধ শুরুর আগে এক বেতার ভাষণে হিটলার তাই বলেছিলেন— ''হে বিশ্ববাসী, তোমরা আমাকে সাহায্য করো। আমার সহায় হও, আমার পাশে দাঁড়িয়ে বল বৃদ্ধি করো। আমি পৃথিবীর বুক থেকে

—এরপর চারের পাতায়

অলফনসো কর্টি : ২০০তম জন্মদিন পেরিয়ে গেল

পঙ্কজ পাঠক

অলফনসো কর্টি একজন বিশ্বখ্যাত শারীরসংস্থানবিদ (অ্যানাটোমিস্ট)। বিশ্বব্যাপী স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা পড়েন তাঁরা এই বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে দেওয়া 'অর্গান অব কর্টি' নামটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। অলফনসো কর্টি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২২ সালের ২৯ জুন ইটালির গামবারানায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরসংস্থানবিদ্যায় তাঁর আগ্রহ জাগিয়েছিলেন পিতার বিখ্যাত বন্ধু অ্যানটোনিও স্কারপা। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল মাইক্রোঅ্যানাটমি।

১৮৪৫ সালে তিনি ভিয়েনাতে যান জোশেফ হিরটলের অ্যানাটমিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ কাজ করার জন্য। ১৮৪৭-এ কর্টি অধ্যাপক হিরটলের সঙ্গে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন সরীসৃপের রক্তসংবহনতন্ত্র সম্পর্কে। এরপর হিরটল তাঁকে শারীরসংস্থানবিদ হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৮৪৮-এ ভিয়েনাতে বিপ্লব শুরু হওয়ায় তিনি ভিয়েনা ত্যাগ করেন। কিছুদিন ইটালির সেনাবাহিনীতে কাজ করার পর তিনি দেখা করেন বার্ণ, লন্ডন ও প্যারিসের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। ১৮৬০ সালে ডাক পান শারীরসংস্থানবিদ আলবার্ট কোলিফার, উরজবার্নের কাছ থেকে। সেখানে বন্ধুত্ব হয় ডারচাউয়ের সঙ্গে। কোলিফারের গবেষণাগারে তিনি কাজ শুরু করেন স্তন্যপায়ীদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় নিয়ে। কিছুদিনের জন্য যান উট্রফাট। দেখা হয় জ্যাকোবাস স্কোবোইডার, ভগন বার, কোল্ক এবং পিটার হার্টিঙ-এর সঙ্গে। এবং ওখানেই শেখেন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভিতরে থাকা ফকলিয়াকে কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

উট্রেকট থেকে চলে আসেন উরজবার্গে। এরপর মানুষ ও স্তন্যপায়ী

প্রাণীদের প্রায় ২০০টি ফকলিয়ার ওপর গবেষণা করে ১৮৫১ সালে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্র কোলিফারের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এবং ইতিহাসে স্থান করে নেন। তাঁর আবিষ্কারের পর জানা যায় শব্দ শ্রবণইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে ফকলিয়ার ভিতরে থাকা সিলিয়া যুক্ত কোষ দিয়ে তৈরি অর্গান অব কর্টিতে পৌঁছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিগন্যাল তৈরি করে। যা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক কী শব্দ, কিসের শব্দ নির্ধারণ করে।

১৮৫৫ সালে মারিয়া বিট্রিনজোলির সঙ্গে বিবাহ হয়। এবং এক কন্যা বিয়ানিকা এবং পুত্র গাসপারের জন্ম হয়। স্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৮৬১ সালে। পুত্র কন্যাকে বড় করার দায়িত্বভার পুরোপুরি তাঁকে নিতে হয়। কিন্তু আরথ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ১৫ বছর ভুগে পঙ্গু হয়ে পড়েন। এবং ১৮৭৬ সালে ২ অক্টোবর প্রয়াত হন। এই মহান শারীরসংস্থানবিদকে আমরা ভুলতে বসেছি, এ বড় দুঃখের!

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের নাচ, ভাইরাল ভিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৯ ডিসেম্বর : মেমারি কলেজের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে উদ্দাম নাচ ভাইরাল মেমারি কলেজের অধ্যক্ষের ভিডিও। এই ভিডিওকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। গতকাল মেমারি কলেজে নবীন বরণ ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের বরণ করার পাশাপাশি নাচ, গান ও আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই সেখানে ছিলেন অধ্যক্ষ দেবাশিস চক্রবর্তী, মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, পুরসভার উপ পুরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত, জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, বর্ধমান সদর দক্ষিণের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী, ওসি সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

মঞ্চে অনুষ্ঠান চলতে চলতে মাঠে নাচতে শুরু করে পড়ুয়াদের একাংশ। তাঁদের মধ্যে মিশে যান খোদ অধ্যক্ষ। দু হাত তুলে ছাত্রদের সঙ্গে আনন্দে নাচতে দেখা যায় তাঁকে। অধ্যক্ষকে নিজেদের মাঝে অন্যরূপে পেয়ে আরও বেশি পড়ুয়ারা সেখানে সামিল হন। কেউ কেউ আবার গোটা ব্যাপারটা উপভোগ করেন। কেউ আবার মোবাইলেই নাচের ভিডিও করেন। মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অধ্যক্ষের নাচের ভিডিও। অনেকেই অধ্যক্ষের এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যদিও ভিন্নমতও রয়েছে। অধ্যক্ষের এভাবে পড়ুয়াদের মধ্যে ভিড়ে যাওয়ায় কোনও অপরাধ দেখছেন না একাংশ। কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একজন শিক্ষক এই ধরনের অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে একাত্ম হবেন, এর মধ্যে ভুল কিছু আছে বলে মনে করছেন না অনেকেই।

অন্যদিকে অধ্যক্ষ দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন এটা একটা সামান্য ব্যাপার ছাত্র-ছাত্রীদের আবদার মেটানোর জন্য আমি তাদের সাথে পা মিলিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণের জন্য এর মধ্যে কোন অপসংস্কৃতি নেই।

মিথ্যা মামলায় জামিন ৫ নেতা কর্মীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ডিসেম্বর : সাজানো মিথ্যা মামলায় গভীর রাতে পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে কালনা থানার পুলিশ। তাদের কালনা আদালতে পাঠালে বিচারক পাচজনেরই জামিন মঞ্জুর করেন। গ্রেফতার হওয়া সিপিআই(এম) নেতাকর্মীরা হলেন—বাবুলাল বিশ্বাস, আজিজ শেখ, অজয় ঘোষ, উত্তম হালদার এবং গৌতম দাসের প্রত্যেকেরই বাড়ি কালনা দু'নম্বর ব্লকের সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে।

উল্লেখ্য ২০১৬ সালে রাজনৈতিক মিথ্যা মামলায় তাদের জড়িয়ে দেয় শাসক দল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাতদুপুরে চোর ডাকাতদের মতো গ্রেফতার করে পুলিশ। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিলেও বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

তিনি জনযুদ্ধের নেতা তিনি বিশ্বনেতা

—তিনের পাতার পর

সাম্যবাদী আদর্শ দূর করবোই করবো। এই হীন-আদর্শ তোমাদের ঈশ্বরকে লুণ্ঠন করেছে। ঈশ্বরপ্রদত্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হক অস্বীকার করেছে। আমি তোমাদের ঈশ্বরকে ফিরিয়ে আনবো। হারিয়ে যাওয়া অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবো। তোমরা কেবল আমার দিকে তোমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও।" এরপর ১৯৪১-এর ২২ জুন নাৎসি বাহিনী দেড় হাজার মাইল সোভিয়েত সীমান্তে অতর্কিতে হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্তালিন প্রত্যুত্তরে ঘোষণা করেন—"প্রিয় জনগণ, নাৎসি বন্ধুরা আমাদের পিতৃভূমি আক্রমণ করেছে। বিগত আট বছর—ইউরোপের মানুষের শিক্ষাকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, হাসপাতাল, বিমানবন্দর, পোতাশ্রয় সবকিছু জার্মান ভাড়াটে সৈন্য বোমাবর্ষণ আর মেশিনগানের সামনে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ওরা সবকিছু লুট করেছে। মনের খুশিয়ালিতে ভোগ করেছে। সাগরেদদের উচ্ছিষ্ট বিলি করেছে। সোভিয়েতের স্বাধীন মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল কখনো মেনে নেবে না। কারণ 'থলি সর্বস্বতাবাদ মুক্ত' সমাজ ব্যবস্থার স্বাদ তারা পেয়েছে'।

হিটলারের ব্রিটেন আক্রমণ ছিল—(অপারেশন সী লায়ন) রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব। এই যুদ্ধের আড়ালে হিটলার 'অপারেশন বারবারোসা'র চূড়ান্ত প্রস্তুতি চালিয়ে ছিলেন। যুদ্ধ যে আসন্ন, রুশ পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে (১৯৩৯, ১০ মার্চ) স্তালিন স্পষ্ট করে দেন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ জার্মানি, ইতালি অপেক্ষা রাশিয়ার বিপদ বেশি মনে করে। কিন্তু বিপদ যখন ঘনিয়ে আসবে তখন কেউ রক্ষা পাবে না। স্তালিনের সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। ইতিহাসে তাই দেখা যায় ব্রিটেন, ফ্রান্স কেউ সে আগুন থেকে রক্ষা পায়নি।

ফ্যাসিবাদ—এক নিষ্ঠুর রাষ্ট্রসর্বস্বতা মতবাদ, যা—সাম্যবাদ, উদারনীতিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিরোধী, অথচ তা ধনতন্ত্রের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। কাজেই ফ্যাসিবাদ-কবলিত বিশ্বের অনান্য রাষ্ট্রের মেহনতি জনগণকে এই লড়াইয়ে সামিল করতে হবে। দেশে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লালফৌজকে লড়াই করতে হবে। কারণ—যুদ্ধ এখন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম জার্মানির কাজিয়ায় সীমাবদ্ধ নেই। এখন এই লড়াই বিশ্ব মানবতার শত্রু ফ্যাসিবাদের সঙ্গে নির্যাতিত মানুষের মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ চাইছে তার সর্বাপেক্ষা কুৎসিত, বীভৎস শক্তি দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে খতম করতে। যাতে আর কোন দেশের মেহনতি মানুষ এ রকম মুক্তির স্বাদ না পায়। কাজেই এই যুদ্ধ বিশ্বের দেশে দেশে মানুষের সামনে 'জনযুদ্ধে' পরিণত হয়েছে।

স্তালিন যুদ্ধ চলাকালীন সীমান্তে প্রয়োজনে হাজির হতেন। সীমান্তে যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনার নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতেন। সেই অঞ্চলের মানচিত্র ছিল তাঁর নখদর্পণে। আসলে তিনি ছিলেন অসম্ভব ভালো এক যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ। ১৯৪৪ সালে ১ মে, যুদ্ধপ্রান্তে সৈনিকদের মাঝে ঐতিহাসিক মে দিবসের সমাবেশে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—"তৈরি থাকুন ফুয়েরার। শেষবারের মতো রাশিয়াকে দুরবিন দিয়ে দেখে নিন সকলে। কারণ সামনের এই দিনে (১ মে, ১৯৪৫) দেখা হবে বার্লিনে। বিপ্লবী জেদ, আর দূরদর্শিতায় মজবুত স্তালিনকে বিশ্বের মানুষ দেখতে পেয়েছিল—ঠিক ১ মে ১৯৪৫, বার্লিনে, লালফৌজকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হতে। ৭ মে জার্মান রাইখের মাথায় লাল নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর ৮ মে নাৎসি কমান্ডাররা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে। সেই রাত্রেই বাংকারে সপরিবারে আত্মহত্যা করেন হিটলার। শেষ হয় বিশ্বের এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের।

তবে যুদ্ধ চলাকালীন স্তালিন যে ছোটখাটো ভুল সিদ্ধান্ত নেননি তা নয়। কিন্তু একবার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি কখনো একই ভুল দ্বিতীয়বার করেননি। যুদ্ধকালীন সময়ে পার্টির ভিতরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ, সংখ্যালঘুর মতামত, আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রশ্নে স্তালিনের সম্পর্কে কিছু সমালোচনা আছে। কিন্তু সেখানেও তিনি ক্ষিপ্রতার সাথে নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছেন। না হলে যুদ্ধকালীন তাঁর কাজের চরম সমালোচক নিকিতা ক্রুশ্চেভের সোভিয়েত পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না। স্তালিনের পরে তিনি সোভিয়েতের রাষ্ট্র নেতা হতে পারতেন না। যদি সে সময় আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র না থাকতো। বরং স্তালিনের মস্ত বড় গুণ, তিনি যৌথ উদ্যোগের সমস্ত ব্যর্থতার দায় নিজ কাঁধে নিয়ে সহকর্মীদের ভর্ৎসনার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

সকালে জমাট কুয়াশা যেমন বেলা বাড়ার সঙ্গে কেটে যায়, তেমনি স্তালিনের প্রতি কটু সমালোচনা তাঁর বিশ্বনেতৃত্ব হয়ে ওঠার ঔজ্জ্বল্যে ম্লান হয়ে পরে। সব ভ্রান্তি কাটিয়ে আজ সমাজতন্ত্রের যোগ্য রূপকার হিসাবে তিনি স্থান করে নিয়েছেন—নিজস্ব দক্ষতায় ও যোগ্যতায়। গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে সর্বোচ্চ বিপদের সময় সামনে দাঁড়িয়ে তাদের রক্ষা করার এক কারিগর হিসাবে তাঁকে মনে রাখবে মানুষ। তিনি জনযুদ্ধের নেতা।

কৃতজ্ঞতা :

১) স্তালিন উত্তরাধিকার—হীরেন মুখার্জি
২) মুখোমুখি স্তালিন (সংকলক)—বাসু আচার্য
৩) ইতিহাসের দর্পণে স্তালিন—তপন বসু
৪) লেনিনবাদের ভিত্তি ও সমস্যা—জে ভি স্তালিন
৫) স্তালিন—রাহুল সাংকৃত্যায়ন
৬) বিপ্লবী স্তালিন—স্তালিন বিতর্ক—অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

পাখি-চোখ-৫

রত্না রশীদ

ছোটোবেলার একটা ছড়া মনে পড়লো—

সিংহ মামা সিংহ মামা মাংস যদি চাও
রাজহংস এনে দেবো হিংসা ভুলে যাও।।

এর অর্থ বোঝা শৈশবের কম্ম নয়। দ্বিতীয় শৈশবে এসে হয়তো কিছুটা আন্দাজ করা যায় এই ছড়ার বীভৎসতা।

'সিংহ' হলো রাজা। তার হিংস্রতাকেও জেনে বুঝেই স্যালুট করতে হয় এবং যেচে 'মামা' বলে নৈকট্য বোঝাতে হয়। 'মামার জোর' না থাকলে করে কম্মে খাওয়া যাবে না—এই অসভ্যতা ছড়ায় ছন্দে স্বীকৃত হলো। রাজা মাংস খাবে, যোগাবে প্রজা।

তো, প্রজারও তো রকমফের আছে। বেশিরভাগই বিনা প্রশ্নে জো-হুজুর বলে রাক্ষসের খাদ্য হতে চায়। যাবার সময় ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যায়—হে ভগবান রক্ষা করো প্রভু। ভগবানের কি আর অতো সময় আছে! কোটি কোটি মানুষের আর্তনাদে সাড়া দিলে তার পুজো জুটবে না। বিশেষ বন্দোবস্ত সহ ষোড়শ উপচারে যে পুজো দেবে তার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে তো। যাকগে, ও যারা পারে, তারা পারে। যে পারলো না সে রাজার খাদ্য বিনামূল্যের মাংস হবে। এই তো নিয়ম। আদালত থেকে রাজপথ—একই ফর্মুলা। এখনও সবেগে বহমান।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম...রাজা এবং মামা। সেই মহাভারতের আমল থেকে মানুষ জেনে এসেছে রাজা মামার উদাহরণ কংস। এবং অতি উচ্চঘরের মামারা মাংসাসীই হয়ে থাকেন। তাই সেয়ানা চালাকচতুর ভাগ্নেরা এদিক ওদিক করে মাংসের সাপ্লাই করেই থাকেন, নিজের মাংসটি অটুট থাকা নিয়ে কথা। এরা সব জাতে রাক্ষস মামার খোক্কস ভাগ্নে...খচ্চর মামার জোচ্চোর ভাগ্নে।

তবে মানুষ কক্ষনো কোনো কালেই এক জাতের ছিল না, এখনো নেই। তাই প্রজারও কিছু ভিন্ন গোষ্ঠী চিরকালের মতো এখনো আছে। তারা কষাই গোষ্ঠীর মতো মাংস সাপ্লায়ার নয়। নিজেরাই পরিস্থিতির রাক্ষুসে ক্ষিদেয়, নিজেদের উৎসর্গ করে এবং জোট বেঁধে ভাবতেও থাকে—সুষ্ঠু সমাধানের পথ। তাদের উদ্দেশ্য, পাঁচজন মরবো, দশ জন মরবো, পাঁচশো মরবো, পাঁচ কোটি মরবো, কিন্তু রাক্ষসের ক্ষিদে থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করার উপায় বার করে যাবোই যাবো। তারা নিজেদের মধ্যে দল গড়ে পরামর্শ করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিভাবে সুরক্ষিত করে যেতে হবে। নিজেদের স্বার্থে 'রাজহংস'-কে বলি দেবার শটকার্ট পথে তারা হাঁটে না। 'রাজহংস' প্রাণী নয়? সে 'হালুম' করতে পারে না বলে তার প্রাণের কোনো দাম নেই, তাই না! রাজহংসের বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই পৃথিবীতে? তার জন্য কারো চোখের জল পড়বে না? সে সহজবোধ্য—তাই তো। সেই জন্যেই রাজহংসকে কোনো দোষ না করেও অসৎ ফড়েদের পাল্লায় পড়ে সিংহ মশায়ের পেটে চালান যেতে হয়। পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক শৃঙ্খল আছে। কিন্তু শুধুমাত্র রাজহংস সাপ্লাই দিয়ে সিংহরাজার মুখ বন্ধ রাখবো এটা নারকীয় চিন্তাভাবনা। নিষ্ঠুর মানুষ ছাড়া আর অন্য কোনো পশুরাজ্যে এমন ভাবনা চিন্তার উদাহরণ নেই। অথচ শেয়াল কিন্তু বাঘের গুহামুখ পর্যন্ত সাহস করে পৌঁছে গিয়ে দেখে এসেছিল যে, সমস্ত পদচিহ্ন একমুখী—পশুগণ ভেতরে গেছে আর বাঘ রাজার খাদ্য হয়েছে। মানুষ এটাও দেখেছে, সুযোগ পেলে 'বক'ও রাক্ষস হয়ে ওঠে।

সিংহের কাছে নিরীহ 'রাজহংস' খাদ্য পাঠাতে চেয়ে যারা রাজানুগ্রহ পেয়ে বেঁচে গেছে বলে মনে করছে, জাস্টিস গাঙ্গুলী সেই সুযোগসন্ধানীদের নাড়ি ভুঁড়ি চচ্চড়ি বানিয়ে দেবার ব্রতে নেমেছেন, নিরীহ রাজহংসেরা ফুটপাথে বসে পুলিশের লাঠির বাড়ি খাচ্ছে। 'রাজরাজতন্ত্র' খতম করতে পশুরা কখনো চাইবে না, তবে কি দলে দলে রাজহংসরাই ওদের কাছে ভেট চড়ানো আতঙ্কিত প্রাণী হয়েই থাকবে? এটাই কি সভ্যতা? সংস্কৃতি? উন্নতি?

সব প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে খুঁজে নেবে এমন পরিসরটুকু থাকা অতীব জরুরি। প্যাকেটে পুরে লাখ লাখ টাকা পাঠিয়েছে পার্থ-মানিককে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকে লন্ডভণ্ড করে দেবার কুচক্রে ভেঙে দেবার উদ্যোগ এক্ষুনি না নিলে সামনে সমূহ বিপদ। শুদ্ধ চিন্তা, সংঘবদ্ধ শক্তি উজ্জীবিত হোক।

(চলবে)

কেন্দ্রীয় দল স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখে খুশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দল কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখে খুবই খুশি। কেন্দ্রীয় দলের এক সদস্যা মিসেস জিনা প্রদীপ জানান—তিনদিনের পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট আমরা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার কি রেজাল্ট হবে আমরা এখন বলছি না। তবু এই হাসপাতালের পরিষেবা ভালোই বলে মনে হল। কালনা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দ্রশেখর মাইতি বলেন, ওনাদের চোখে আমার হাসপাতালের পারফরম্যান্স ভালো বলে আশাবাদী। উল্লেখ্য গত ৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তিন জনের একটি দল এসে কালনা হাসপাতালে পৌঁছায়। এই দলটি এই হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই হাসপাতাল কতটা পরিষেবা দিতে সক্ষম হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় দলে মিসেস জিনা প্রদীপ ছাড়াও ছিলেন ডাক্তার রজনীশ কুমার এবং ডাক্তার জুলিয়ানকুমি নাগানতে।

সম্প্রীতি দিবস জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

নেতৃত্ব তাপস সরকার উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেতৃত্ব সুপর্ণা ব্যানার্জী।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মিছিল। শেষে সিআইটিইউ রাজ্য নেতৃত্ব আভাস রায়চৌধুরী বক্তব্য রাখলেন।

মেমারি-১ পশ্চিম ও পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রকাশ্য আলোচনা সভার আয়োজন করে মেমারি চকদিঘী মোড় সিআইটিইউ অফিসের পাশে। আলোচনা সভার বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িকতার চ্যালেঞ্জ আরএসএস উগ্র হিন্দুত্ববাদ ও মৌলবাদের বিপদ। প্রকাশ্য আলোচনা সভাতে সভাপতিত্ব করেন প্রশান্ত কুমার উপস্থিত থাকেন সনৎ ব্যানার্জি। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বর্ধমান মহিলা মহা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুকৃতি ঘোষাল তিনি তার বক্তব্যে বলেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। বাবরি মসজিদ সেদিন ভেঙে ফেলা হয়েছিল। যার নেপথ্যে

ছিল আরএসএস ও বিজেপি নেতারা। সেই কলঙ্ককময়তার ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি।

৪০০ বছরের পুরাতন প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন, বাবরি মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন বক্তারা। শ্লোগানের মাধ্যমে সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন সভার সভাপতি রণজিৎ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন অমিতাভ মণ্ডল, শিশির কেশ এবং রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। সভায় উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলীসহ কৃষক, শ্রমিক, যুব ও খেতমজুর নেতৃত্ব যথাক্রমে সাইফুল হক, মুস্তাক হোসেন, মনসীজ হোসেন, বাসুদেব মাঝি, অজয় শী, জাহান আলি ও হারাধন বাগ্দী প্রমুখ।

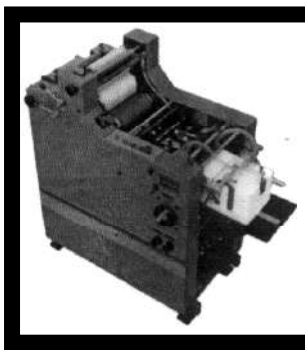

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

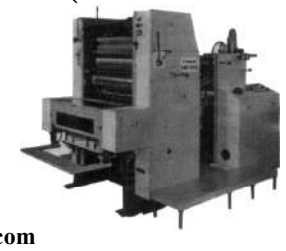

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা